24

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...11 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭...

নির্বাচন ॥ শিক্ষকরা কেন হবেন অনৈতিক পরিবেশের শিকার?

১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবেই। কি ধরনের নির্বাচন হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললেই নির্বাচনী প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। এমন একটি অস্বাভাবিক নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে বাংলাদেশের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় শিক্ষকদের। ব্যাপারটা শিক্ষকদের জন্য অস্বস্তিকর, এমনকি আতঙ্কেরও।

মাহমুদুল বাসার

যে সব এলাকায় সরকারী দলের হোমড়া-চোমড়া প্রার্থীরা টাকা-কড়ি খরচ করে কিংবা কৌশলে, না হয় চাপ দিয়ে তাড়াটে প্রতিপক্ষকে বসিয়ে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন, সে সব এলাকার শিক্ষকরা জানে-মানে বেঁচে গেছেন। তাঁরা খুব স্বস্তিতে ঘুমাতে পারছেন। কিন্তু অন্য এলাকার শিক্ষকরা? ১৯৭০ সাল এবং ১৯৯১-র নির্বাচন ছাড়া নাকি বাংলাদেশের কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি। এ মন্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তবে অবশ্যই রকমফের আছে। যা হোক, ১৯৭৫ পরবর্তী '৯১ ব্যতীত সব নির্বাচনই হয়েছে নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে। এসব বিতর্কিত, নীতি বিবর্জিত নির্বাচনে বাংলাদেশের শিক্ষকগণকে বাধ্য হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ব্যাপারটা শিক্ষকদের জন্য অতিশয় পীড়াদায়ক। শিক্ষকরা অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁরা সব সময়ই বিবেক চর্চার সাথে জড়িত। এখনও সমাজের সাধারণ মানুষ শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। অথচ সরকার এবং নির্বাচন কমিশন বারবার এহেন ন্যাক্কারজনক, অনৈতিক নির্বাচনে শিক্ষকদের ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষকরা বিবেকের ভিতরে যৎপরোনাস্তি দ্বন্দ্বে, গ্লানিতে বিপন্ন হলেও দায়ে পড়ে, চাকরি রক্ষার তাগিদে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য এরশাদের আমলে যে ক'টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচন হয়েছে, সে সব জঘন্য, নিম্নমানের নির্বাচনেও শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ঐ নির্বাচনগুলোর পরিবেশ ছিল বর্ণনাতীত অস্বস্তিকর। ওই সময় অনেক শিক্ষক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, রক্তাক্ত হয়েছেন। নিহত-আহত-নিখোঁজও হয়েছিলেন অনেকে।

সামনের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও অনুরূপ বিভীষিকাময় রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। শিক্ষকরা এখন মান-মর্যাদা নিয়ে ভাবছেন না, তাঁরা চিন্তিত তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে শিক্ষকরা ঘরে ফিরে আসতে পারবেন কি না, প্রশ্ন সেটাই।

কেন বার বার এমন কঠিন, বিতর্কিত নির্বাচনী পরিবেশে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে? শিক্ষকদের কি কোন বিবেক নেই? তাঁদের কোন মর্মযন্ত্রণা, মান-অপমানবোধ বলতে কিছুই নেই? তাঁদের মৌলিক আত্মমর্যাদাবোধকে কর্তৃপক্ষ কেন এভাবে জখম করছেন?

ইচ্ছা করলে সরকার তাঁর প্রশাসনের আমলা-কর্মচারী দিয়ে সামনের নির্বাচনটি করিয়ে নিতে পারত। সেটাই যথার্থ হতো। সরকার ইচ্ছা করেই মানুষের কাছে শিক্ষকদের হেয়প্রতিপন্ন করতে চায়? নাকি ক্লাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট, সস্তা ছাত্রদের দিয়ে শিক্ষকদের অপমান করাতে চায়? এতে সরকার লাভবান হলেও দেশ, জাতি, সমাজ লাভবান হবে না। তাই আমরা ছা পোষা শিক্ষকরা নির্বাচন কমিশনকে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি, এহেন নির্বাচনী কুরুক্ষেত্র থেকে শিক্ষকদের রেহাই দিন। এতে নির্বাচন বন্ধ হবে না।